দৈনিক সংবাদ

MAR. 02 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এমপিওভুক্তির তালিকা থেকে বিরোধী সাংসদদের এলাকা বাদ পড়ছে!

রাশেদ আহমেদ ॥ নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত করার চূড়ান্ত বাছাই এ বছর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। সরকারিদলের প্রত্যেক সংসদ সদস্য নিজ এলাকায় পছন্দের ৩টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার সুযোগ পাবেন। সংসদ সদস্যদের নিজ এলাকায় পছন্দের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আবেদন ফরমও বিতরণ করা হচ্ছে।

কিন্তু বিরোধীদলের কোন সাংসদ এ ধরনের ফরম নেননি। ফলে এমপিওভুক্তির তালিকা থেকে তাদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার বার্ষিক ফলাফল, সরকারি স্বীকৃতি ও আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে– এ ধরনের এক ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের থাকলেও সরকারিদলের সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী নেতা ও স্থানীয় মন্ত্রীদের তদবির গুরুত্ব পাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২ হাজার ৬শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৮শ' আবেদনের বাছাই শেষ হয়েছে। নতুনভাবে কোন আবেদন জমা নেয়া হচ্ছে না। মার্চের শেষ নাগাদ অথবা এপ্রিলের প্রথমদিকে এমপিও তালিকা প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছে, চলতি বছর ১ হাজার ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হবে। এমপিওভুক্ত হলে ওইসব বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রতিমাসে পাবেন। এ জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত সরকারের প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী মূল বেতন ভাতার ৯০ শতাংশ সরকারি কোষাগার থেকে পাবেন।

নতুন সরকারের আমলে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করার জন্য প্রতিদিনই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেশের দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভিড় জমায়। তারা স্থানীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, এমপি ও প্রভাবশালী নেতাদের লিখিত সুপারিশ নিয়ে আসেন। এক একটি লিখিত সুপারিশ করাতে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে বলে তদবিরকারীরা জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাদেরকে বলে

নতুন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

নতুন ঃ এমপিও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হচ্ছে, চলতি বছর এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, এমপিওভুক্তির আবেদনপত্রগুলো বাছাই করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানোর একটি মৌখিক নির্দেশ আমাদের কাছে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে চূড়ান্ত তালিকা করে দেয়া হবে। সরকারিদলের প্রত্যেক সংসদ সদস্য নিজ পছন্দের একটি স্কুল, একটি কলেজ ও একটি মাদ্রাসা এই ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হিসেবে পাবেন। প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে ৩টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফরম বিতরণ করা হচ্ছে। এ বছর এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত বাছাই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে করা হলে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১শ' ৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে গেছে। সূত্র জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে ১ হাজার ৫শ' বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও বহির্ভূত রয়েছে। সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মোট ২৩ হাজার ৫শ' ৪০টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে ২২ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এ বাবদ সরকারের বছরে ১ হাজার ২শ' ৪৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ব্যয় হয়।

মার্চ মাসের শেষ অথবা এপ্রিল মাসের মধ্যে নতুন এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।